স্বাস্থ্য উন্নয়নে

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

স্বাস্থ্য উন্নয়নে
হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন
কি এবং কেন?

উপদেষ্টা
সাইফুদ্দিন আহমেদ
দেবরা ইফরইমসন

গ্রন্থণা ও সম্পাদনা পরিষদ
গাউস পিয়ারী
সৈয়দা অনন্যা রহমান
আ. ন. ম. মাছুম বিল্লাহ ভূঞা

সার্বিক সহযোগিতা
জিয়াউর রহমান
সামিউল হাসান সজীব
আতিকুর রহমান
নাঈমা আক্তার
আবু রায়হান
শানজিদা আক্তার
ফাইরুজ লাবিবা মাহফুজ

প্রচ্ছদ অঙ্কন ও পরিকল্পনা
সাইফুদ্দিন আহমেদ

মুদ্রণ
আইমেক্স মিডিয়া লিঃ
আইএসবিএন নং: 978-984-35-1296-3

প্রকাশক
ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট
প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২১

সূচিপত্র

১. ভূমিকা -- ১৫

২. হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন --- ১৭

৩. গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা -- ২০

৪. স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য -- ৩১

৫. 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' কোন বিষয়ে কাজ করবে ------------------------------- ৩৩

৬. কিভাবে কাজ করতে পারে --- ৩৭

৭. গঠন কাঠামো --- ৩৮

৮. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' ------------------------------------ ৩৯

৯. তহবিলের উৎস এবং উদ্দেশ্য --- ৪৩

১০. আর্থিক যোগান --- ৪৭

১১. বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট -- ৫০

১২. সুপারিশ -- ৫৪

১৩. 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠায় ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর কার্যক্রমসমূহ ----------------- ৫৫

মোজাফ্‌ফর হোসেন পল্টু
সভাপতি, নাটাব ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে মানুষ জটিল ও ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এভাবে সবুজায়ন ধ্বংস করা হলে নিঃশ্বাসের সাথে বিষ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাস্থ্যখাতকে আরো বিস্তৃতভাবে ভাবতে হবে। এখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা অত্যন্ত জরুরী।

ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী
সংসদ সদস্য, গাইবান্ধা-১

বর্তমানে আমরা সংক্রামক ও অসংক্রামক দ্বৈত স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছি। ইতোমধ্যেই এ সকল রোগের কারণ ও উৎসগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ মূহূর্তে সমাধানের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও ক্ষতিকর পণ্যগুলোর উপর উচ্চহারে করারোপ করা এবং প্রাপ্ত করের একটি বড় অংশ দিয়ে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা ।

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত
সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-৭

প্রকৃতি, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জনস্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে পরিবেশের উপর। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, খাদ্য দূষণ এগুলো মন এবং শরীরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশ্বের যে সকল দেশে দূষণ কম তারা সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করে। হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এ বিষয়ে ব্যাপক কাজ করা সম্ভব।

মো. আসাদুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব (সাবেক), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে প্রিভেনশন এবং প্রমোশনকে অগ্রাধিকার দেবার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ কে সুষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিপূরকভাবে গড়ে তোলা গেলে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর সফলতা অর্জন করতে পারবে।

অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী
সভাপতি, পথিকৃৎ ফাউন্ডেশন

স্বাস্থ্যর সাথে মানসিক, দৈহিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়নের বিষয়গুলোর সম্পৃক্ততা রয়েছে। যে কোন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বর্তমানে নতুন ও বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরো এগিয়ে নিতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন উন্নয়নের ইন্ডিকেটর হিসাবে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

দেবরা ইফরইমসন

আঞ্চলিক পরিচালক, হেলথ ব্রিজ ফাউন্ডেশন কানাডা

ক্ষতিকর পণ্যের উপর করারোপের মাধ্যমে এর ব্যবহার কমিয়ে এনে স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

অধ্যাপক প্রাকৃত ভাতিসাতোগিত
প্রতিষ্ঠাতা, থাই হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন

স্বাস্থ্যকে শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে হবে।

অধ্যাপক ডা. এ. এইচ. এম. এনায়েত হোসেন
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

হেলথ প্রমোশনের জন্য স্বাস্থ্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকেও যুক্ত করতে হবে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ছাড়া কোনভাবেই স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মাল্টিসেক্টরাল এ্যাকশন প্লানে রোগ প্রতিরোধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা জরুরী।

স.ম. গোলাম কিবরিয়া
মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। শুধু অবকাঠামোগত ও চিকিৎসা সুবিধার উন্নয়ন ঘটিয়ে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আমরা চিকিৎসা গ্রহণে যতটা সচেতন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ততটা নই। রাষ্ট্রের বড় দায়িত্ব জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষাবান্ধর পরিবেশ গড়ে তোলা। এই সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একক দায়িত্ব নয়, প্রয়োজন সমন্বিত ও সম্মিলিত উদ্যোগ। হেলথ প্রমোশন মূলত এই শিক্ষা দেয়।

অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বি.আই.পি.)

জনস্বাস্থ্যকে নগর পরিকল্পনা, বাড়ী-ঘরের ডিজাইন, গণপরিসর এগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ত করতে হবে। শুধুমাত্র রোগ নিরাময় নয় বরং স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক দর্শন থেকে নগরগুলো তৈরী করতে হবে। যেখানে রাস্তাঘাট, খোলা পরিসর, বিনোদন স্থানগুলো প্রাধান্য পাবে। যে কোন আধুনিক শহরের সাফল্য সেখানেই যেখানে গণপরিসরগুলো স্বাস্থ্যকর ও জনবান্ধব।

সুপ্রেদা আদুলিয়ানন
সিইও, থাই হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন

সব দেশের জন্য স্বাস্থ্য উন্নয়নে পর্যাপ্ত ও স্থায়ী বিনিয়োগ করা আবশ্যক। থাই হেলথ ২০,০০০ এরও বেশি সংস্থার অংশীদারিত্বে সমন্বিত ভাবে কাজ করেছে। থাই হেলথ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। থাই হেলথ কোভিডের সময়েও সরকারকে সহায়তা করেছে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

শুধু চিকিৎসার জন্য নয়, সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মাঝে সমন্বয় বাড়ানো জরুরী। স্বাস্থ্যের বিষয়টি এককভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত থাকলেও স্বাস্থ্যের দায় সকলের। হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভূমিকা

১৯৪৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'স্বাস্থ্য' এর যে ব্যাখা করেছিল তা আজও অমলিন। সেখানে বলা হয়েছিল, শুধু নিরোগ থাকাটাই স্বাস্থ্য নয়; বরং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকার নামই হল স্বাস্থ্য। দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য শব্দটি শারীরিক অংশটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে আশার কথা দেরীতে হলেও সারা বিশ্বে আজ মানসিক স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধের বিষয়টি স্বাস্থ্যব্যবস্থার মূল আঙিনায় স্থান পেয়েছে। ২১ শতকের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতিকে অন্যতম প্রধান বাধা (UN, 2012) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে লবণাক্ততা, খরা, বন্যা, অতিরিক্ত তাপদাহ স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহকে বিভিন্নভাবে ব্যাহত করছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে (General Assembly) উচ্চ পর্যায়ের অসংক্রামক রোগ (NCD) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সভার রাজনৈতিক ঘোষণায় বলা হয়েছে, অসংক্রামক রোগ সারা বিশ্বে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে[১]।

১৯৬৬ সালে গৃহীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ আরো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণায় শারীরিক স্বাস্থ্যের সাথে মানসিক স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৮ সালে আলমা-আতা ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ প্রতিরোধের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনায় আসে। সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে বলা হয়- স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপুর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ্য অবস্থা; শুধুমাত্র রোগের অনুপস্থিতি নয়। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক। ঘোষণা পত্রে দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে, বিশেষ করে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের বিভিন্ন খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়। এক্ষেত্রে বিশ্বের সকল জাতি ও দেশকে তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার কল্যাণের জন্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আহ্বান জানানো হয়।

স্বাস্থ্য উন্নয়নের সাথে বিশুদ্ধ পানি, মাটি, নির্মল বাতাস, গাছ, খাদ্য, বাসস্থান, ব্যায়ামের জন্য উম্মুক্ত স্থান, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, হাঁটার উপযোগী পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুস্থ থাকার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রয়োজন। শুধুমাত্র চিকিৎসাকেন্দ্রিক সেবা দিয়ে স্বাস্থ্য উন্নয়নে কাঙ্খিত ফলাফল বয়ে আনা সম্ভব নয়। সুস্থ জনগোষ্ঠী, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী।

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন

জনসাধারণকে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা প্রদান রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। দেশে স্বাস্থ্য উন্নয়নে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা সম্ভব।

‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন’ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অবনতির মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে এগুলো সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করবে, যাতে মানুষ দীর্ঘদিন সুস্থভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য উন্নয়নে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং অত্যধিক চিকিৎসা ব্যয় হতে পরিত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। যা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকে অগ্রসর করবে।

প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য একটি ব্যাপক বিষয়। স্বাস্থ্যসেবার কতগুলো খাত রয়েছে। যেমন- Promotive, Preventive, Curative and Rehabilitative খাত। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একার পক্ষে এগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। বিশুদ্ধ পানি, নির্মল বাতাস, পরিবেশ, মাটি, খাদ্য, বাসস্থান, উন্মুক্ত স্থান, ব্যায়াম, স্যানিটেশন, হাঁটাচলা, খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাস্থ্য উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলোকে নিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে উক্ত ফাউন্ডেশনটি প্রতিষ্ঠিত হলে রোগ প্রতিকারের চেয়ে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হবে এবং রাষ্ট্রের সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে গবেষণার আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আলমা-আতা ঘোষণায় স্বাস্থ্যসম্পর্কে সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- Health is not merely the absence of disease or infirmity. It is a state of complete, physical, mental and social well-being. অর্থাৎ আমরা শারীরিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে যখন চিকিৎসা সেবার কথা বলি তখন মানসিক এবং সামাজিক দিকটি যথেষ্ট বিবেচনা পায়না।

একই সাথে আলমা-আতা ঘোষনা ১ এ বলা হয়েছে, The Conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right and that the attainment of the highest possible level of health is a most important world wide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector.

পরিকল্পনা
গবেষণা
সমন্বয়
অর্থায়ন
এডভোকেসি
মূল্যায়ন

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দেশে বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক রোগের সাথে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত এক বা একাধিক মানুষ রয়েছেন। তাদের চিকিৎসা করাতে গিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫২ লক্ষ মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে[২]। ২০১০ সালে জাতীয়ভাবে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৯৮.৭% জনগণের মধ্যে অন্তত ১টি, ৭৭.৪% এর মধ্যে ২টি এবং ২৮.৭% এর মধ্যে ৩টি অসংক্রামক রোগ (হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস) এর ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশে ৭০ লক্ষ ডায়াবেটিস রোগী এবং ১২ থেকে ১৪ লক্ষ ক্যান্সার রোগী রয়েছে[৩]।

বাংলাদেশে বছরে (প্রায়) ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত রোগে মারা যায়[৪]। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত জীবনাচার, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস, ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রমের অভাব, মাত্রাতিরিক্ত এলকোহল গ্রহণ এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার, বায়ু ও শব্দদূষণ অসংক্রামক রোগের প্রধান কারণ। এছাড়াও রয়েছে বিষমুক্ত খাদ্য ও সুপেয় পানির সংকট, প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত স্থানের অপ্রতুলতা, ব্যক্তিগত যান্ত্রিক বাহন ব্যবহার নির্ভরতা বৃদ্ধি।

বায়ু দূষণের কারণে প্রতি বছর দেশে (প্রায়) ১ লক্ষ ২২ হাজার ৪০০ মানুষ মারা যায়[৫]। বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালের এক পরিসংখ্যানে বলেছে, শহরাঞ্চলে এই দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। শব্দ দূষণের কারণে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে[৬]। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা মতে, প্রায় ৩০টি জটিল রোগের অন্যতম উৎস শব্দ দূষণ[৭]। ক্রমাগত বাড়তে থাকা শব্দের মাত্রা আগামীতে অসুস্থ প্রজন্মের জন্ম দিবে বলেও আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। শ্রবণ শক্তি হ্রাস, মেজাজ খিটখিটে, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হৃদযন্ত্রের কম্পন বৃদ্ধি, মাথা ধরা, মানসিক অশান্তি, মাংসপেশীর খিঁচুনি সহ নানা ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়।

সড়ক দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের সমস্যা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জাতিসংঘ ২০১১ থেকে ২০২০ সালকে সড়ক নিরাপত্তা দশক হিসেবে পালন করে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই এক দশকের মধ্যে তাদের নিজ নিজ দেশে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ও প্রাণহানি অর্ধেকে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে সম্মত হয়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২০১৬-২০ সালে দেশে ২৬ হাজার ৯০২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৭ হাজার ১৭০ জন মানুষ নিহত হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮২ হাজার ৭৫৮ জন[৮]। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে দেশে ১ হাজার ১১টি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় ১ হাজার ২৬ জন মানুষ নিহত এবং ৪১৭ জন আহত হয়েছেন[৯]।

মানুষ যে সকল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার মধ্যে ৬১% অসংক্রামক[১০], ৮০% অপরিণত হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস এবং ৪০% ক্যান্সার। একটু সচেষ্ট হলেই এর প্রতিরোধ করা সম্ভব।

রোগ হবার পর নিরাময় নয়, প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিকে জোর দেওয়া প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, ব্যায়াম ও হাঁটা-চলা ও জীবনাচারের পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করা। স্বাস্থ্যকর খাদ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতের পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের প্রচারণা, বিজ্ঞাপনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের উন্নয়ন করতে হলে সকল বয়সী মানুষের সুস্থ থাকা জরুরী। প্রতিরোধ ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন ঘটিয়ে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করবে। জনগুরুত্বপূর্ণ এ সকল আইন ও নীতিমালাগুলোর সমন্বয়, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষায়িত সংস্থা। অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' Think Tank হিসেবে প্রয়োজন অনুসারে সরকারী, বেসরকারী উভয় পর্যায়ে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ জাতি গড়ে তোলা সম্ভব হলে একদিকে চিকিৎসা নির্ভরতা কমবে অন্যদিকে ধীরে ধীরে চিকিৎসা খাতে রাষ্ট্রের ব্যয়ও কমে আসবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সংক্রামক, অসংক্রামক রোগ ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং ভাল কাজ করার অনেক সুযোগ তৈরী হয়েছে। এমতাবস্থায় মানুষের চিকিৎসা নির্ভরতা কমাতে সার্বিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে স্থানীয় সমাজের মানুষকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিতভাবে শক্তিশালী অনেকগুলো বিভাগ নিয়ে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের' এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৫ (ক) ও ১৮(১) অনুসারে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন এবং জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য[১১]। এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা[১২]। সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতি জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। এছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১ তে মানব উন্নয়নের অগ্রাধিকার হিসাবে স্বাস্থ্য সার্বজনীনভাবে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত দারিদ্র দূরীকরণ এবং বিশ্বকে রক্ষার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক আহবান "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" (এসডিজি'স) বাস্তবায়ন[১৩]। এসডিজি'স মূলত ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা।

এসডিজি'স এর ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই ৩ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য ১৬টি লক্ষ্যমাত্রা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। যেমন- খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার; সকলের পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; টেকসই নগর ও অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনা ও পরিচালনা; জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ; স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

তবে এসডিজি'স উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ ভাবে কাজ করে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্ভব। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য, তামাক নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের উপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে[১৪]। এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন'।

লক্ষ্যমাত্রা ১: দারিদ্রতা দূরীকরণ; লক্ষ্যমাত্রা ২: খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার; লক্ষ্যমাত্রা ৩: সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ; লক্ষ্যমাত্রা ৬: সকলের পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ; লক্ষ্যমাত্রা ১১: টেকসই নগর ও অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনা ও পরিচালনা; লক্ষ্যমাত্রা ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ; লক্ষ্যমাত্রা ১৪: টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার; লক্ষ্যমাত্রা ১৫: স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

World Car Free Day 2017
22 September, Dhaka
monster

SS

ফাস্ট ফুড, জাঙ্কফুড ও কোমল পানীয়ের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হোক

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

বিশুদ্ধ পানি, নির্মল বাতাস, গাছ, মাটি
খাদ্য, বাসস্থান, ব্যায়াম
উন্মুক্ত স্থান, স্যানিটেশন
হাঁটাচলা, খেলাধুলার সুযোগই স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য, আমার অধিকার।

স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের বিষয়টি সার্বজনীন মানবাধিকার এবং স্বীকৃত মানব উন্নয়নের সূচক। জনস্বাস্থ্যকে বাদ দিয়ে কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুখ সমৃদ্ধির সম্মিলিত অবস্থাই স্বাস্থ্য। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রদানকৃত সেবাই চিকিৎসা।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক ধরণের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অবকাঠামো, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসক, নার্স, ঔষধ ইত্যাদিকে মনে করা হয় স্বাস্থ্য। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ পানি, নির্মল বাতাস, গাছ, মাটি, খাদ্য, বাসস্থান, পয়ঃ ব্যবস্থা, ব্যায়াম, হাঁটা-চলা, যাতায়াত, উন্মুক্ত স্থান (মাঠ, পার্ক, খোলা জায়গা), খেলাধুলার সুযোগই স্বাস্থ্য।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে, যেহেতু স্বাস্থ্য একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা; শুধুমাত্র রোগ ব্যাধির অনুপস্থিতি নয়। এটি একটি বৃহত্তর বিষয়। (Bangladesh Government, 2011)। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা সম্ভব হলে জনগণের অসুস্থতার হার অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং চিকিৎসা নির্ভরতা ও রাষ্ট্রের ব্যয় কমিয়ে আনা সম্ভব।

‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন’ কোন বিষয়ে কাজ করবে

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে নিরাপদ ও বিষমুক্ত খাদ্য এবং সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণ, ছাদ বাগান, নিরাপদ হাঁটাবান্ধব পরিবেশ, জলাধার ও জলজ পরিবেশ রক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় উম্মুক্ত স্থান বৃদ্ধিতে এ ফাউন্ডেশন পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণের দিকেও গুরুত্বারোপ করবে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন। যেমন: অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয়, প্রক্রিয়াজাত খাবার, তামাক, একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্য, ব্যক্তিগত যান্ত্রিক যানবাহন, ইটভাটা, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি। গণপরিসর, উম্মুক্তস্থান ও বিনোদনের অভাবে মানুষ অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ভিডিও ও মোবাইল গেমস্ এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। তরুণ প্রজন্মের এইসব আসক্তির বিষয়গুলোও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' শুধুমাত্র সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ে কাজ করবে তা নয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করবে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এ মুহূর্তে সংক্রামক-অসংক্রামক রোগ এবং সড়ক দুর্ঘটনার কারণে সৃষ্ট পঙ্গুত্ব শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়ে মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সার্বিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকার রোগ প্রতিরোধ ও সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে অধিক গুরুত্ব দিবে এমনটাই প্রত্যাশা। সংক্রামক-অসংক্রামকসহ নানাবিধ রোগের চিকিৎসায় সরকারের অনেকগুলো সংস্থার কার্যক্রম রয়েছে, যা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তবে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে গৃহীত পদক্ষেপ অপ্রতুল।

যে কোনো আধুনিক নগরে গণপরিসর গড়ে তোলার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। পার্ক, খেলার মাঠ ও উম্মুক্ত গণপরিসর সামাজিকীকরণ, বিনোদন, খেলাধুলা, মানসিক প্রশান্তি এবং শরীরচর্চার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। যা সুস্থ জীবনের সহায়ক। শহরের সাফল্য সেখানেই, যার গণপরিসরগুলো সকলের ব্যবহার উপযোগী এবং ভালো ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। চকচকে সুন্দর বড় বড় দালান কোঠা, গ্লাসে মোড়ানো দালানের শহর অথচ গণপরিসর ভালো নয়, সেটিকে মোটেও ভালো শহর হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না। বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতধারার বাইরে রেখে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। নগরে সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে গণপরিসর (বিশেষ করে ফুটপাত, হাঁটার উপযোগি পরিবেশ, পার্ক, মাঠ, জলাধার) বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করবে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন'।

মানুষের জন্য শহর গাড়ির জন্য নয়
city bank

সমস্যাগুলো
ক্যান্সার
ডায়াবেটিস
অস্বাস্থ্যকর খাদ্য অভ্যাস
উন্মুক্ত স্থান ও নিরাপদ হাঁটার জায়গার অভাব
করোনা ভাইরাস
সড়ক দুর্ঘটনা
শারীরিক পরিচর্যা ও সাইকেল লেনের অভাব
স্ট্রোক
হৃদরোগ
দূষিত বাতাস

কিভাবে কাজ করতে পারে

'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' মন্ত্রণালয়, সরকারী-বেসরকারীসংস্থা ও অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় এবং গবেষণার আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পরামর্শ ও কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। বাংলাদেশে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। যার মধ্যে ১৩ হাজার ৩৭৬ টি বর্তমানে সক্রিয়[১৫]। এক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে সম্পৃক্ত করে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

কি ধরণের কাঠামো হতে পারে

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে এ মুহূর্তে দেশে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ এবং জবাবদিহিতামূলক একটি 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে নিম্নোক্ত ৩টি পদ্ধতিতে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' গঠন এর উদাহরণ রয়েছে -

১) স্বায়ত্বশাসিত

২) আধা-স্বায়ত্বশাসিত

৩) সরকারী কাঠামোর মধ্যে একটি ইউনিট।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন

১৯৭৮ সালে আলমা-আতা ঘোষণার আলোকে ১৯৮৬ সালে অটোয়া সম্মেলনে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়টি দৃষ্টিগোচর করা হয়। স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক স্বাস্থ্যনীতি, সহায়ক পরিবেশ, ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থানীয় ও সামাজিক কর্মকান্ড শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবাগুলো পুনরায় জোরদার করা কথা বলা হয় উক্ত সম্মেলনে[১৬] ইতোমধ্যেই বিশ্বের অনেকগুলো দেশ চিকিৎসা নির্ভরতা কমিয়ে, প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাস্থ্য উন্নয়নে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে অন্যতম অস্ট্রেলিয়া হেলথ ফাউন্ডেশন যা ভিক হেলথ নামে পরিচিত। ১৯৯০ সালে অস্ট্রেলিয়াতে সরকারীভাবে স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর থেকে অস্ট্রেলিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বৃদ্ধি ও বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। যা এখন জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে[১৭]।

১৯৮৬ সালের অটোয়া সম্মেলনকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৯১ সালে Sundsvall Conference এ স্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রতিপাদ্য নিয়ে একটি স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক মডেল তৈরি করেছিলো, যা হেল্পস্যাম মডেল (HELPSAM Model) নামে পরিচিত। এই মডেলকে অনুসরণ করেই সুইডেন হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে[১৮]। এছাড়াও প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাই হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন-(থাই হেলথ), ভিয়েতনাম হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন, কোরিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন, মঙ্গোলিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। বিশ্বের প্রায় ২৩টি দেশে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' রয়েছে এবং এসকল সংস্থাগুলো তাদের দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং রোগ প্রতিরোধ নিশ্চিতকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে[২০]। উল্লেখ্য নিকটবর্তী দেশ নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড এ ধরনের ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। সর্বশেষ ভিয়েতনামে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' গঠন করা হয়েছে[১৯]।

สสส
ThaiHealth

Health
Promotion
Board

Health Promotion
Switzerland

VicHealth

Health
Foundation Nepal

মানুষের জন্য শহর গাড়ির জন্য নয়

তহবিলের উৎস এবং উদ্দেশ্য

ভিক্টোরিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন (ভিক হেলথ), ১৯৮৭

ভিক হেলথ এর তহবিলের উৎস ট্রেজারি বাজেট। ২০১৯- ২০২০ অর্থ বছরে তাদের বাজেট ছিল ৪১.৪ মিলিয়ন ডলার (Australian dollars)।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা প্রতিরোধ এবং প্রাথমিক অবস্থায় রোগ সনাক্তকরণ ইত্যাদির প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রমে তহবিল সহায়তা প্রদাণ। ২) ক্রীড়া, শিল্প ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জনগনের মধ্যে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য। ৩) সুস্থ জীবনধারাকে উৎসাহিত এবং সমাজের কল্যাণকর কার্যক্রমকে সহায়তা করা। ৪) এসকল কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে তহবিল বরাদ্দ দেয়া।

পশ্চিম অস্ট্রেলীয় হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন (হেলথওয়ে), ১৯৯১

হেলথওয়ে এর তহবিলের উৎস ট্রেজারি বাজেট। ২০১১- ২০১২ অর্থ বছরে তাদের বাজেট ছিল ২১ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) তরুণ প্রজন্মের উপর বিশেষ জোর দিয়ে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারে তহবিল বরাদ্দ। ২) ক্রিড়া ও শিল্প বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান যা সুস্থ জীবনধারা ও হেলথ প্রমোশন প্রোগ্রামকে উৎসাহিত করবে। ৩) হেলথ প্রমোশনের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠনগুলোকে তহবিল সহায়তা প্রদান ৪) হেলথ প্রমোশন সম্পর্কিত গবেষণায় সহায়তা প্রদান।

হেলথ প্রমোশন সুইজারল্যান্ড, ১৯৯৪

হেলথ প্রমোশন সুইজারল্যান্ড এর তহবিলের উৎস স্বাস্থ্য বীমা। ২০১২ সালে এর বাজেট ছিল ১৯.৪ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রচার। ২) সুইস ফেডারেল রাষ্ট্রের সাথে মিলে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনা করা যেটি স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রচার ব্যবস্থার সমন্বয়, মূল্যায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

যদি এই প্রতিষ্ঠানের গঠন সফল না হয় তা হলে সুইস কনফেডারেশনের ফেডারেল কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

অস্ট্রিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮

অস্ট্রিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন এর তহবিলের উৎস মূল্য সংযোজন কর। বাজেট এর পরিমান ৯.৪১ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) প্রকল্পে তহবিল সহায়তা প্রদান। ২) হেলথ প্রমোশনে কর্মদক্ষতার প্রসার। ৩) তথ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

থাই হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন (থাই হেলথ), ২০০১

থাই হেলথ এর তহবিলের উৎস এলকোহল এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর ২% সারচার্জ। ২০২০ সালে বাজেট এর পরিমান ১৬.২ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির আলোকে থাই জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়তা করা। ২) সামাজিক বিপণন প্রচারাভিযান, ক্রিড়া, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা। ৩) সুস্থ জীবনধারাকে উৎসাহিত করা। ৪) গবেষণা ও উন্নয়নে তহবিল সহায়তা প্রদান। ৫) উন্নত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠায় নেয়া কমিউনিটির উদ্যোগকে সহায়তা করা।

তাইওয়ান হেলথ প্রমোশন এডমিনিস্ট্রেশন (এইচপিএ), ২০০১

এইচপিএ এর তহবিলের উৎস তামাক কর এবং আবগারি শুল্ক। ২০১২ সালে বাজেট এর পরিমান ছিল ১৫৩ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ও হেলথ প্রমোশন মডেলের উন্নয়নে সহায়তা করা। ২) সুস্থ জন্ম এবং বৃদ্ধির প্রসার ৩) সুস্থ জীবনধারার প্রসার ও সমাজ উন্নয়ন ৪) সুস্থ বার্ধ্যক্যের প্রসার ৫) সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রসার ৬) NCD'র নজরদারি।

মালয়েশিয়ান হেলথ প্রমোশন বোর্ড (মাইশিহাত), ২০০৬

মাইশিহাত এর তহবিলের উৎস ট্রেজারি বাজেট। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বাজেট এর পরিমান ছিল ৫ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) হেলথ প্রমোশনের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ২) সমাজের উন্নয়নে তরুণদের কেন্দ্র করে হেলথ প্রমোশন প্রোগ্রাম ও কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। ৩) মাল্টি-কৌশল প্রোগ্রাম উন্নয়ন ও সহায়তা করা যেগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্থ জীবনধারা ও পরিবেশের প্রসারে সহায়তা করে। ৪) তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধ, হ্রাস অথবা বন্ধের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করার প্রোগ্রামগুলোর বিকাশ ও সহায়তা করা। ৫) হেলথ প্রমোশন সম্পর্কিত গবেষণায় তহবিল দান। ৬) সুস্থ জীবনধারা ও পরিবেশের প্রচারে কাজ করা ক্রীড়া, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সহায়তা ও তহবিল দান।

টংগা হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন টংগা হেলথ, ২০০৭

টংগা হেলথ এর তহবিলের উৎস প্রধানত সরকার এবং বেসরকারি অনুদান। ২০১২ সালে বাজেট এর পরিমান ছিল ৫,০০,০০০ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) অসংক্রামক রোগ যেমন, ডায়বেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা কমাতে ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা।

মঙ্গোলিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন, ২০০৭

মঙ্গোলিয়ান হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন এর তহবিলের উৎস সরকারি বাজেট তামাকজাত দ্রব্যের উপর ২% আবগারি শুল্ক ধার্য, এলকোহল পানীয়ের উপর ১% আবগারি শুল্ক ধার্য, ঔষধ নিবন্ধনের উপর ২%। ২০১২ সালে বাজেট এর পরিমান ছিল ৩ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) তামাক ও মদ নিয়ন্ত্রণে মঞ্জুরী গ্রহণের কর্মসূচি। ২) স্বাস্থ্যের প্রসার ও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ হ্রাস করতে। ৩) এলকোহল ও তামাক নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্থ জীবনধারার প্রতি দৃষ্টি দিতে আইইসি উপকরণ তৈরি এবং উন্নয়ন। ৪) হেলথ প্রমোশন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

কোরিয়া হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন, ২০১১

কোরিয়া হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন এর তহবিলের উৎস ট্রেজারি বাজেট ও অনুদান। ২০১২ সালে বাজেট এর পরিমান ছিল ১০ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্য: ১) জাতীয় স্বাস্থ্য প্রসার নীতির উন্নয়ন ও সহায়তা। ২) জাতীয় স্বাস্থ্য প্রসার প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। ৩) ন্যাশনাল হেলথ প্রমোশন প্রোগ্রামের কৌশল উন্নয়নে পরামর্শ।

৪) হেলথ প্রমোশন এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবার তথ্য সরবরাহ করে মূল্যায়ন, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন। ৫) হেলথ প্রমোশন এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রে কাজ করা।

লাও পিডিআর তামাক নিয়ন্ত্রন ফান্ড, ২০১৩

লাও পিডিআর তামাক নিয়ন্ত্রন ফান্ড এর তহবিলের উৎস সরকারি বাজেট তামাক ব্যবসা পরিচালনাকারীদের থেকে ২% মুনাফা কর স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি সিগারেট প্যাকেটের ২০০ কিপ তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাজেট এর পরিমান ছিল ২,১৮,৮৫০ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলের উদ্দেশ্যঃ ১) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এবং ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) বাস্তবায়নে সহায়তা করা। ২) উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা জোরদার করা। ৩) জনসাধারণের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পে সহায়তা করা। ৪) তামাক নিয়ন্ত্রণ জাতীয় কমিটির প্রশাসনিক এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করা।

ভিয়েতনাম তামাক নিয়ন্ত্রন ফান্ড, ২০১৩

ভিয়েতনাম তামাক নিয়ন্ত্রন ফান্ড এর তহবিলের উৎস সকল সিগারেট প্যাকেটের ১% কারখানা মূল্যের সমান বাধ্যতামূলক চাঁদা যা ১লা মে, ২০১৩ থেকে কার্যকর হয়; ১.৫% এ উন্নীত হয় ১লা মে, ২০১৬ থেকে এবং ২% এ উন্নীত হয় ১লা মে, ২০১৯ থেকে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাজেট এর পরিমান ছিল ৪.৩ মিলিয়ন ডলার যা ২০১৯ সালের অভিমূখে ৬.৫ মিলিয়ন ডলার হয়।

তহবিলের উদ্দেশ্যঃ ১) তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারাভিযান এবং তামাক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রনের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা। ২) ধোঁয়ামুক্ত কমিউনিটি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পাইলট মডেল উন্নয়নের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক ধূমপান ত্যাগ সেবায় সহায়তা করা। ৩) গবেষণার মাধ্যমে তথ্য প্রমাণ তৈরি করতে সহায়তা। ৪) সহযোগীদের নেটওয়ার্কগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ৫) শিক্ষার উপকরণ উন্নয়ন এবং শিক্ষাগত প্রোগ্রামে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব ও তামাক নিয়ন্ত্রনের উপর শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করা। ৬) তামাক চাষী, কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকারী এবং তামাক উৎপাদন শ্রমিকদের বিকল্প পেশার ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

আর্থিক যোগান

'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা, আইনগত ও আর্থিক স্বাধীনতা। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থায়ী একটি তহবিলের যোগান থাকা অত্যন্ত জরুরী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে বিদেশী বা দাতাসংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। বর্তমান বিশ্বে দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তার পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে। নির্বিঘ্নে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থার মুখাপেক্ষী না হয়ে স্থানীয় উৎসসমূহের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। এক্ষেত্রে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সংক্রামক ও অসংক্রামক উভয় রোগই সারবিশ্বে বড় সমস্যা বা ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত। প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে এসকল ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করবে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন'। এ ফাউন্ডেশন এর ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ এবং স্থায়ীত্বশীলতা জরুরী। এধরনের তহবিলের উৎস বা বাজেট সরাসরি প্রচলিত সেবানির্ভর স্বাস্থ্য কর্মসূচী বা অন্যান্য চিকিৎসা নির্ভর কর্মসূচীর তহবিলের ন্যায় হওয়া উচিৎ নয়। বিভিন্ন দেশে এ ধরণের তহবিলের উৎস অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক অঙ্গীকার এর উপর নির্ভর করে। কিছু দেশে আইনের মাধ্যমে এ ধরণের তহবিলের উৎস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং পরিচালনার পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সরকারী যেসকল ফাউন্ডেশন রয়েছে, যেমন- এসএমই ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন। এসব ফাউন্ডেশনের মতো 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের' জন্য প্রাথমিক ভাবে এককালীন তহবিল বরাদ্দ দিবে সরকার। তারপর নিম্মুক্ত খাতগুলো থেকে তহবিল সংগ্রহ করবে। বিশ্বের অনেক দেশ তামাকজাত দ্রব্য, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয় এগুলোর উপর করারোপ করে সেই অর্থ রোগ প্রতিরোধ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে ব্যয় করতে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাজেটে আমদানীকৃত এবং উৎপাদিত তামাকজাত পণ্যের উপর মূল্যভিত্তিক ১ শতাংশ হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করেছে[২০]। সারচার্জ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় কয়েকশত কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর এ ধরণের আরো পণ্য যেমন- কোমল পানীয়, চিপস্, ফাষ্টফুড, জাংকফুড (উচ্চ চর্বি, অধিক তৈল, লবণ ও চিনিযুক্ত খাবার), বায়ু দূষণকারী যানবাহন ও যন্ত্র (যান্ত্রিক যান-বাহন, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার)। প্রাইভেট কার (ব্যক্তিগত গাড়ী), মোটরসাইকেল, একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক, পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, অস্বাস্থ্যকর খাবারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যহানীকর পণ্যের উপর সারচার্জ ও কর আরোপের মাধ্যমে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের' আর্থিক যোগান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

শুধুমাত্র চিকিৎসা, পূনর্বাসন, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, চিকিৎসার সরঞ্জাম ও অবকাঠামো নির্ভর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে, তা জনস্বাস্থ্য রক্ষায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে জনগণের সুস্থতা নিশ্চিতে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এককালীন তহবিল, কর ও সারচার্জ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই শুরু হতে পারে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন'।

শাক-সব্জী ও
সতেজ খাবার খাই,
ডায়বেটিসের
ঝুঁকি কমাই।
ফাস্ট ফুড,
জাঙ্ক ফুড
পরিহার
ডায়াবেটিসের
ঝুঁকি
হ্রাস

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসসেবা খাতে বিশ্বব্যাপী প্রসংশনীয় সফলতা অর্জন করেছে। বিশ্বের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল, পুষ্টি উন্নয়নে, শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে চলমান কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম বিশ্বের অনেক দেশের কাছে মডেল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

গ্রামীণ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বর্তমান সরকার সারাদেশে প্রায় ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ প্রাথমিক বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনাও আমাদের সফলতা এসেছে। কমিউনিটি, বেসরকারী সংস্থা এবং সর্বোপরি সাধারন মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এ সফলতা এসেছে।

স্বাস্থ্য খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্যের সাথে কর্মঠ জনশক্তির বিষয়টি জড়িত। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে দক্ষ ও মানসম্মত শ্রমশক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যখন স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের কথা ভাবি; তখন এর অর্থনৈতিক দিকটি তেমন গুরুত্ব পায় না। অথচ স্বাস্থ্য খাতে যথাযথ বিনিয়োগ ও দূরদর্শী নীতিমালা প্রণয়ন করা গেলে এটি আমাদের অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে।

কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা দিতে হলে স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশি। বিশেষ করে পরিবেশ ধ্বংস বা দূষণের কারণে কী পরিমাণ মানুষের স্বাস্থ্য, অর্থনীতি বা দেশের পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা মানে শুধু হাসপাতাল, চিকিৎসক ও চিকিৎসা পেশার সাথে যুক্তব্যক্তিবর্গ নয়। এটা জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টির উন্নয়ন, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস ও মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাবিশ্বে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা রোল মডেল হিসাবে কাজ করছি।

আমাদের সফলতা এসেছে জনস্বাস্থ্য (পাবলিক হেলথ) থেকে। যেমনঃ টিকাদান, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। এখানে কমিউনিটি, এনজিও, জনগণ সবার সম্পৃক্ততা ছিলো। এটি ছিলো এক ধরণের সম্মিলিত উদ্যোগ। স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় তহবিল গঠন সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুপারিশ করেছে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের তার মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ব্যয় করা উচিত। জাতীয় বাজেটের মাত্র ৭ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ১ শতাংশ[২১]। যদিও আমাদের স্বাস্থ্য বাজেটের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে হাসপাতাল ও মেডিকেল ব্যবস্থাপনায়। বর্তমান চিকিৎসা নির্ভর স্বাস্থ্যখাত এসডিজি'স অর্জন দূরহ করে তুলবে। এ মুহূর্তে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় হতে সুরক্ষা দেওয়া। দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, যার কারণে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেলেও তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষের গড় আয়ু বাড়ার সাথে সাথে সেটা দেশের চিকিৎসাসেবার ওপর নতুন স্বাস্থ্য চাহিদার প্রভাব ফেলে। যেমনঃ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ এবং ক্যান্সারের মতো অসংক্রামক রোগ বাড়তে থাকে। কারণ, এই অসুখগুলো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। অতএব, গড় আয়ু বাড়লেই হবে না, বয়স্কদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে দেখা যায়, বয়স্করা যখন বাস থেকে নামেন, বাসটা নিচু হয়ে

যায় এবং ফুটপাত বরাবর আসে। আমরা যদি বয়স্কবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে না পারি, তাহলে অন্যদিক দিয়ে ঝুঁকি বাড়বে। এমনকি হাসপাতালে যখন রোগী যাবে, রোগী যেন হুইলচেয়ারে উঠতে পারে, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে। শুধু গড় আয়ু বাড়লেই হবে না, যদি মানুষ সুস্থ থেকে বেশি দিন বাঁচতে পারে, তাহলে সে দেশকে আরও বেশি দেওয়ার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় স্বাস্থ্যকে শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামগ্রিক স্বাস্থ্য খাতের দিকে নজর দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে নীতিগত পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। এ অনুসারে আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নও জরুরী। বর্তমানে দেশে অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে এর সাথে বাড়ছে সংক্রামক রোগ। সংক্রামক রোগও যে কোন মুহূর্তে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে তা কোভিড-১৯ প্রমাণ করে দিয়েছে। এটি দীর্ঘমেয়াদী রোগেরও সূচনা করতে পারে। অসংক্রামকও সংক্রামক রোগকে প্রভাবক হিসাবে প্রভাবিত করে একত্রে অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তি কোভিড-১৯ এ সংক্রামিত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে বেশি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেক হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ রয়েছে। পাশাপাশি রেল ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও পৃথক পৃথক হাসপাতাল তৈরী করেছে। সরকারের বেশ কিছু সংস্থা শুধু হাসপাতালই তৈরী করছে। এতে প্রকৃত স্বাস্থ্য উন্নয়ন চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন কিছু মন্ত্রণালয় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা শুরু করেছে যাদের এটি করার কথা নয়। এছাড়াও রেলওয়ে ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজ করার কথা ভাবছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় আলাদা আলাদাভাবে তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়ার ফলে প্রচুর চিকিৎসা সংস্থা তৈরী হচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্য উন্নয়নে দৃশ্যমান দায়িত্ব পালনের সংস্থা দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব সংস্থাই নিজ নিজ চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু স্বাস্থ্য উন্নয়নে নজর দিচ্ছে না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার, জনগণ এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) কর্মকান্ড সমন্বিত করে স্বাস্থ্য উন্নয়নকেন্দ্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সুপারিশ

১. চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে ‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন’ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

২. স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের উপর সারচার্জ ও উচ্চহারে করারোপের মাধ্যমে ‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন’র স্থায়ীত্বশীল আর্থিক যোগান নিশ্চিত করা।

৩. কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে ‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন’ এর সাথে সম্পৃক্ত করা।

৪. বনাঞ্চল, জলাধার ও উন্মুক্ত গণপরিসর সংরক্ষণ, তামাক, অস্বাস্থ্যকর খাবার ও প্লাস্টিকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ খাদ্য ও সুপেয় পানি নিশ্চিত ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-বিভাগগুলোকে ‘হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের’ সাথে সমন্বয় করা।

৫. পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, মূল্যয়নসহ সকল প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করা।

৬. কোভিড-১৯, অসংক্রামক রোগসহ ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাসে উদ্যোগ গ্রহণ।

৭. মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত এবং নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায় ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর কার্যক্রমসমূহ

মানুষের সুস্থ্যভাবে বাঁচার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, জীবনমান সম্পন্ন পরিবেশ এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে "হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন" অত্যন্ত জরুরী। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট ২০১৫ সাল থেকে "হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন" বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে প্রকাশনা, সচেতনতার লক্ষ্যে লিফলেট, স্টিকারসহ সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নগর পরিকল্পনাবিদ, কৃষিবিদ, পরিবেশবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক এবং গণমাধ্যমের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।

Conference on Tobacco Control and Health Promotion
4th January, 2016
Krishibid Institution Bangladesh (KIB), Krishi Khamar Sarak,
Farmget, Dhaka-1215.
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
HealthBridge
NATAB

তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ এবং হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা" শীর্ষক
মতবিনিময় সভা
২৫ মে, ২০১৫, কৈবর্ত সভা কক্ষ, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

"তামাক নিয়ন্ত্রণ ও হেলথ প্রমোশন" বিষয়ক মতবিনিময় সভা
ডিসেম্বর ২০১৫

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২৪ বৈশাখ ১৪২২, ৭ মে ২০১৫

তামাকজাত দ্রব্যে আরোপিত কর রোগ প্রতিরোধে ব্যবহারের দাবি

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন চায় ২০ সংগঠন

সমকাল
মঙ্গলবার
২৬ মে ২০১৫

তামাকমুক্ত দিবসের আলোচনা

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠনের আহ্বান

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির বাস্তবায়ন, রোগ প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, অসংক্রামক রোগ বিস্তারে দায়ী তামাকজাত ও খাদ্যদ্রব্যের ওপর স্বাস্থ্য কর আরোপের বিধান বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও এ ব্যবস্থা কার্যকরে পদক্ষেপ নিতে হবে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কানাডাভিত্তিক জনস্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান হেলথব্রিজের আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরয়সন। এতে বলা হয়, নেতিবাচক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনাচার, তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ, মাদকের নেশা এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের প্রভাবে বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামাকবিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রোকসানা কাদের। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম প্রমুখ।

আলোকিত বাংলাদেশ
২৪ বৈশাখ ১৪২২ ■ ১৭ রজব ১৪৩৬

নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ

১৭ সংগঠনের দাবি হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার

● নিজস্ব প্রতিবেদক

হৃদরোগ, স্ট্রোক, শ্বাসনালির রোগসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে ১৭ বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন। বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে সংগঠনগুলো এ দাবি জানায়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিশ্বের ২৩টি দেশে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন রয়েছে। যৌথভাবে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে পবা, বাপা, নাগরিক উদ্যোগ, প্রত্যাশা মাদকবিরোধী সংগঠন, নাসফ, মানবিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিলানথ্রোপিক সোসাইটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বিজ্ঞান, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন, অরুণোদয় তরুণ দল, মাধবিকার, গ্রুপ ফর আ বেটার বাংলাদেশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৪ বৈশাখ ১৪২২
৭ মে ২০১৫

হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সকালের খবর
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৬ মে ২০১৫

রোগ প্রতিরোধকে প্রাধান্য দিতে 'হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন' গঠনের আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

The New Nation
Dhaka, Thursday, May 7, 2015

Different organizations formed a human chain in front of the Jatiya Press Club on Wednesday demanding formation of Health Promotion Foundation with the surcharge money received from tobacco products. —NN photo

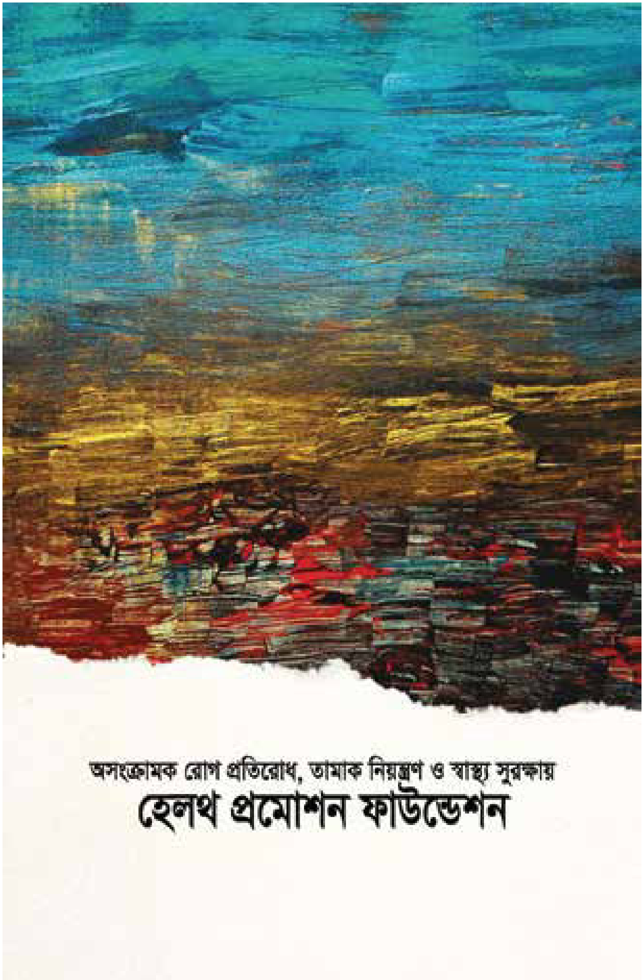
অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায়
হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন

তথ্য সুত্রঃ

১. Political Declaration of the High Level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. United Nations, 2011. Available at http://www.un.org/en/ga/ncdmeeting2011/

২. বছরে ৫২ লাখ মানুষ দরিদ্র হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যয় মেটাতে, প্রথম আলো, ০৮ এপ্রিল ২০১৮। চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে ৪ শতাংশ মানুষ দরিদ্র হচ্ছে, প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৩. ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীরা যেভাবে রোজা রাখতে পারেন, বিবিসি বাংলা, ৫ মে ২০১৯।

৪. Global Adul Tobacco Survey, Bangladesh Report, 2017

৫. ২০১৯ সালে বায়ু দূষণের পরিমাণ বেড়েছে ২০ শতাংশ, বাংলা নিউজ ২৪.কম, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

৬. পরিবেশ দূষণের কারণে বাংলাদেশে এক বছরে মারা গেছে ৮০ হাজার মানুষ: বিশ্বব্যাংক, বিবিসি বাংলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৭. শব্দদূষণে জটিল ৩০ রোগ সচেতনতার অভাবে বাড়ছে দূষণমাত্রা, আইন থাকলেও নেই প্রয়োগ, দৈনিক ইত্তেফাক, ০৬ মে, ২০১৭

৮. ৫ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৭১৭০ জন: যাত্রী কল্যাণ সমিতি, ডেইলি স্টার বাংলা, ২১ অক্টোবর ২০২০

৯. ১০ মাসে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত সহস্রাধিক, চ্যানেল আই অনলাইন, ১২ নভেম্বর, ২০২০

১০. Strategic Plan for Surveillance and Prevention of Non Communicable Diseases in Bangladesh 2011-2015. Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare.

১১. Conastitution, the People's Republic of Bangladesh

১২. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১

১৩. Sustainable Development Goals (SDGs)

১৪. Eighth Five Year Plan

১৫. Ministry of Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh

১৬. WHO (1986) Ottawa Charter, Health Promotion International, 1, iii-v.

১৭. অস্ট্রেলিয়ান ভিকটোরিয়ান হেলথ ফাউন্ডেশন-(ভিক হেলথ)

১৮. WHO(1988) the Adelaide Recommendation: healthy public policy. Health Promotion International, 3, 183-186.[Policy content and context for health promotion in Swedish Schools. Analysis of municipal school plans. {(Health Promotion International) Oxford University Press (September) 2000, Vol.15, Issue.No. 3} https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/185/551099]

১৯. ভিয়েতনাম তামাক নিয়ন্ত্রয় ফান্ড, ২০১৩

২০. Sustainable Funding for Tobacco Control, The Union, http://tobaccofreeunion.org

২১. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, ২০১১

এবং স্মরণিকা, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, ২০২১, হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন, ডাব্লিউবিবি, ২০১৫

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রকাশনা তালিকা

তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রকাশনাঃ

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয় (বাংলা ও ইংরেজি)
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - জনগণের প্রত্যাশা
- তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা ষষ্ঠ সংস্করণ (বাংলা এবং ইংরেজি)
- Hungry for Tobacco (বাংলা ও ইংরেজি)
- দরিদ্রতা এবং তামাক (বাংলা এবং ইংরেজি)
- বিএটি'র ইয়ূথ স্মোকিং প্রিভেনশন ক্যাম্পেইন - এর আসল উদ্দেশ্য কি ? গবেষণা ও বিশ্লেষণ (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল কি, কেন এবং করণীয়
- জানুন: কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করবেন
- তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি: রাজস্ব এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে একটি কার্যকর উপায়
- Addressing tobacco and poverty in Bangladesh: Research and Recommendations on Agriculture and Taxes
- তামাক চাষ এবং দরিদ্রতায় বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা
- তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী: প্রয়োজনীয়তা ও জনগণের প্রত্যাশা (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫, বিধিমালা ২০০৬ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ
- তামাক ও দরিদ্রতা: তামাক চাষ, বিড়ি শ্রমিক ও বিড়ি সেবনের প্রভাব শীর্ষক গবেষণা
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - বাস্তবায়নে করণীয়।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন - প্রয়োজনীয়তা এবং সংশোধনে করণীয়।
- বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধে প্রতিবন্ধকতা এবং করণীয়।
- বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যক্রম।
- Strengthening Bangladeshi tobacco control through GO-NGO cooperation for improved FCTC implementation
- Fifteen Years (1998-2013)
- FURTHER BROADENING THE TOBACCO CONTROL MOVEMENT IN BANGLADESH: A FOCUS ON INSTITUTIONS
- Smoke-Free Institution Initiative
- এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩।
- এমপাওয়ার পলিসি: বর্তমান অবস্থা ও করণীয়।
- তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ বিষয়ক নির্দেশিকা
- তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রমোশন এবং পৃষ্ঠপোষকতার বর্তমান অবস্থা: গবেষণা প্রতিবেদন

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রকাশনাঃ

- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ভাবনা-সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্য খাদ্যভাস ও ব্যায়াম
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, তামাক নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন
- অস্বাস্থ্যকর খাবারের বিজ্ঞাপন এবং জনস্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব

পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকাশনাঃ

- আমাদের পরিবেশ আমরাই বাঁচাবো
- পলিথিন ও প্লাস্টিকে বন্দী জীবন - চাই মুক্তি, চাই পরিত্রাণ
- প্লাস্টিকের ছোবল: বিপন্ন প্রকৃতি (বাংলা ও ইংরেজি)

পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকাশনাঃ

- শব্দদূষণ- জনসচেতনতা এবং করণীয় (বাংলা ও ইংরেজি)
- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ- আমাদের করণীয়
- শব্দদূষণ: বিপর্যস্ত জনজীবন ও আমাদের করণীয়
- Addressing Climate Change: Can we reduce carbon emissions while increasing quality of life?
- Noise Pollution: Research and action (বাংলা ও ইংরেজি)
- Plastics and Nature: The current situation and suggested remedies (বাংলা ও ইংরেজি)

পরিবহন সংক্রান্ত প্রকাশনাঃ

- দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সমতা বিধানে পরিবহন পরিকল্পনা (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ঢাকার যাতায়াত ব্যবস্থা: বর্তমান ও ভবিষ্যত (বাংলা এবং ইংরেজি)
- ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ: মিরপুর রোডের বাস্তবতা (বাংলা এবং ইংরেজি)
- হাঁটার অধিকার সার্বজনীন মানবাধিকার
- নিরাপদ এবং দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলের গুরুত্ব
- পার্কিং পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বাস্তবমুখী ভাবনা
- দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সমতা বিধানে পরিবহন
- নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন বাংলাদেশ রেলওয়ে: আমাদের প্রত্যাশা
- বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন এবং রেল কারখানাসমূহ
- হেঁটে যাতায়াত এবং আমরা
- ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠ
- পার্কিংঃ বাস্তবমূখী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা
- Dhaka: cycling city of the future

ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- পরিবেশ সচেতনতায় ইকোলজিক্যাল স্যানিটেশন, ব্যবহৃত পানি পুনঃব্যবহার পদ্ধতি, পানি পরিশোধিত পদ্ধতি
- ঢাকার খাল: অতীত ও বর্তমান
- পানি ও মানবাধিকার
- পানি বানিজ্যিকরণ জনসম্পদের উপর বহুজাতিক কোম্পানীর থাবা

ইকোসিটি সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- জীবন এবং স্থাপত্য
- Ecocity Planning: Images and Ideas
- Liveable Cities: Ideas and Action
- Public Spaces: How they Humanize Cities

জেন্ডার সংক্রান্ত প্রকাশনা:

- স্বামী-স্ত্রীর সর্ম্পক উন্নয়নে পুরুষের করণীয়
- The economic contribution of women in Bangladesh through their unpaid labour
- গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান
- টেলিভিশনের নেতিবাচক প্রভাব ও আমাদের শিশু
- অন্তর্ভুক্তিকরণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে: গণপরিসরে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা

মূখপত্রঃ

- দেশের জন্য

প্রাণ প্রকৃতি বিশুদ্ধ বাতাস
মাটি পরিবেশ নদী
স্বাস্থ্য উন্নয়ন খাদ্য ব্যায়াম
ব্যায়াম মানসিক স্বাস্থ্য
হেলথ প্রমোশন পথচারী
উন্মুক্ত স্থান
ব্যায়াম
উদ্যান স্বাস্থ্য বিশুদ্ধ পানি
খেলার মাঠ নির্মল বাতাস
জলাধার হেলথ প্রমোশন
খাদ্য জলবায়ু
উন্মুক্ত স্থান
পানি সাইকেল
মাটি খাল হাঁটাচলা
বাসস্থান খাদ্য খেলার মাঠ
ফাউন্ডেশন স্বাস্থ্য মাঠ
স্বাস্থ্য উন্মুক্ত স্থান খেলাধুলা
নির্মল বাতাস স্বাস্থ্য নদী ব্যায়াম
খাদ্য গাছ
বিশুদ্ধ বাতাস
নিরাপদ যাতায়াত স্বাস্থ্য

Work for a Better Bangladesh Trust

14/3/A, Jafrabad, Rayer Bazar,
Dhaka-1207, Bangladesh
info@wbbtrust.org, www.wbbtrust.com